



শুরু থেকেই বইমেলা জমজমাট

কাজী শাহীদুল ইসলাম : উৎফুল্ল সবাই। ধুলোর জ্বালায় মুখে ফমাল চাপলেও লেখক, পাঠক, প্রকাশকদের মুখে হাসিটুকু মমলিন ছিল বইমেলার ৩য় দিনেও। বৈচিত্র্যে ভরা বেশ কিছু নতুন বইও এসেছে গতকাল। অনেক লেখকও গতকাল প্রথম মেলায় আসেন। নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তরুণদের জড়োয় মেলায় কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করেছে। এবারকার মেলা অন্য বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি গোছানো বলে, অনেক বেশি পরিপাটি বলে শুরু থেকেই জমজমাট। তবে প্রকাশকদের নতুন বই যত দ্রুত মেলায় আসবে ততই জমে উঠবে মেলা। প্রকাশকেরাও ব্যস্ত সে কাজে। কেননা এবারে বিক্রি-বাট্টা যে ভাল হবে, মেলার ২য় দিনই ফ্রেতার তা জানান দিয়েছে।

সেই সুরই ভিন্ন ব্যঞ্জনায় খরলো জনপ্রিয় লেখক আনিসুল হকের কণ্ঠে। তার দেখা পাওয়া গেল পার্ল প্রকাশনীতে। তিনি বললেন, শুরু থেকে মেলা জমে ওঠা আসলে গণতন্ত্রের সফল। স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর থেকে একটু একটু করে গণতন্ত্র আসতে শুরু করেছে।

গণতন্ত্রায়নের ধারা এভাবে চললে রাজনৈতিক হাস্যামা-হটগোল থেকে মানুষ দূরে সরতে থাকবে। যে যার কাজে ব্যস্ত হবে। কেউ ব্যস্ত হচ্ছে খেলায়, কেউ কম্পিউটারে। প্রকাশনা শিল্পেও তার প্রভাব পড়ছে। পাঠক বাড়ছে, প্রকাশনাও বাড়ছে। বইমেলার ২য় দিনে হরতাল হাস্যামা থাকার পরও বই মেলা ব্যাহত হয়নি।

আগামীর স্টলে দেখা হলো ড. হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে। তিনি জানানলেন, দুটো বই সম্পূর্ণ নতুন হলেও আমি পাঁচটি বইকেই নতুন বলতে চাই। বই পাঁচটি হলো 'ফালি ফালি করে কাটা চাঁদ', বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'বাংলা ভাষা'র ২য় খণ্ড, অনুবাদ গ্রন্থ 'দ্বিতীয় লিঙ্গ', 'উপন্যাস সমগ্র' এবং 'নারী'। 'নারী'কে

নতুন বলার যুক্তি হিসেবে বলেন, সাড়ে চার বছর নিষিদ্ধ থাকার পর বেরলো তো একরকমের নতুনই। আগামী প্রকাশন প্রায় আহমদ শরীফের 'জীবনে সমাজে সাহিত্যে', 'স্বদেশ অবেশ্য' 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা' গ্রন্থ তিনটি পুনর্মুদ্রণ করেছে।

ফেরদৌস খান নামে এক তরুণ লেখকের 'অনেকদির ভালবাসা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনের সময় লেখককুঞ্জে কথা ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের সঙ্গে। তিনি তার প্রকাশিত সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানানলেন, এবারের মেলায় তার ৬টি বেরাবে। সময় প্রকাশন থেকে 'এসো', পার্ল থেকে 'সুঁজে পাও এবং অন্য প্রকাশ থেকে 'অন্তরে' গ্রন্থ তিনটি ইতোমধ্যে মে এসে গেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই শিখা থেকে বেরবে শিশু গ্রন্থ 'পরিচয় বয়স চারশ বছর', দিব্য প্রকাশ থেকে বেরবে 'তোমার ভালবাসা' এবং অনন্যা থেকে বেরবে 'চাই'।

লেখককুঞ্জে একই সময়ে কথা হয় বাংলা একাডেমি মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে। মেলার সব বড় সমস্যা ধুলো সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রতিদিন গাড়ি পানি পেলে ধুলোর সমস্যা থাকত না। অথচ আজ পে এক গাড়ি পানি। সিটি করপোরেশন পানি দিতে না পারলে একাডেমী ধুলো নিয়ন্ত্রণ করবে কেমন করে! আগামীকাল মেয়র মহোদয় সদয় হলে ধুলোর হাত থেকে মেলাঙ্গনের মানুষ বাঁচানো যাবে।

মেলায় হাটতে হাটতেই দেখা হলো অর্থনীতিবিদ ড. আরহমানের সঙ্গে। গত তিনদিনে মেলায় আসা গ্রন্থগুলোর মধ্যে ভাল লাগা গ্রন্থগুলোর নাম জানতে চাইলে তিনি প্রথমেই 'ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের কথা। অন্য প্রকাশনা সংস্থা প্রতিবার একশের বইমেলা : পৃঃ ২ কঃ ৬

